05 MAR 1992

তারিখ 05 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

৪০

১৯৮

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের জন্য শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না

হাজার হাজার কিশোর রাখালের কাজ করছে

দেশের গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার শিশু কিশোর দারিদ্র্যের জন্যে স্কুলে যেতে পারছে না। তারা পেটের ভাত সংগ্রহের জন্যে রাখালের কাজ করছে। এদের কেউ কেউ ধনী কৃষকের বাড়িতে বা হোটেল–রেস্তোরাঁয় কাজ করে থাকে।

নিজস্ব সংবাদদাতা পঞ্চগড় থেকে জানান, জেলার গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ে যাবার মত প্রায় ৩৭ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্যের-কারণে এসমস্ত শিশু–কিশোর অনেকে রাখালের কাজ করছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরসূত্রে জানা গেছে, জেলার ৫টি উপজেলায় বিদ্যালয়ে যাবার মত ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ২৭ হাজার ৬ শ' ২০ জন। এরমধ্যে ৯০ হাজার ৭শ' ৭৪ জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। বাকী ৩৬ হাজার ৮শ' ৪৬ জন শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

জেলায় ৪শ' ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৩শ' ২০টি সরকারী এবং রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ১ শ' ৮ জন শিক্ষকদের পদ থাকলেও রয়েছেন ১ হাজার ৭২ জন। দীর্ঘদিন ধরে এ জেলায় ৩৬ জন শিক্ষকের পদ শূণ্য রয়েছে।

জানা গেছে, কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র ২/৩ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিশু শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছ'টি শ্রেণীতে এসমস্ত বিদ্যালয়ে শিশুদের পড়াশুনায় দারুণ বিঘ্ন ঘটছে।

দারিদ্র্য সীমার নীচের পরিবারের শিশুরাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। লেখাপড়ার ইচ্ছে থাকলেও অভাবের কারণে বিদ্যালয়ে যাবার পরিবর্তে তাদের শিশুশ্রমে নিয়োজিত হতে হয়। একমাত্র শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদেরে অনেকে গ্রামাঞ্চলে ধনীদের বাড়িতে ফাইফরমাস খাটে এবং গরু–মহিষের রাখাল হিসাবে কাজ করে। এরা শহরে–বন্দরে, হোটেল–রেস্তোরাঁ, বাসা–বাড়ি কিংবা দোকানে কাজ করে নিজেদের ক্ষুধার অন্ন জোটায়।

পঞ্চগড় জেলায় এ পর্যন্ত ৩ শ' ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬০টিতে পাকা ভবন গড়ে উঠেছে। ১৮৫টি আধা পাকা, ৬৫টি কাঁচা। এছাড়া, বেসরকরী ৯১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রয়েছে কাঁচা ঘর। ১১০টি সরকারী ও ৯১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর ছন, টিন, চাটাই বা-বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয় গৃহগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতাধীন গাইবান্ধা সদর উপজেলা তালিকাভুক্ত প্রায় সাড়ে ৩ হাজার শিশু এখনও স্কুলে আসে না। তারা মাঠে গরু চড়ায়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর প্রথম পর্যায় গাইবান্ধা জেলার সদর উপ–জেলাকে উপ–জেলার ৬ বছরের উর্ধ্বের শিশুদের জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

এতে ৬ উর্ধ্ব বয়সের শিশুদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫হাজার ২শ' ৩৪জন। এরমধ্যে ৭ হাজার ৯শ' ৫৬ জন বালক ও ৭ হাজার ২শ' ৭৮ জন বালিকা।

গত জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সদর উপ–জেলার মোট ১শ' ৩৬টি সরকারী এবং নিবন্ধীকৃত ও অনিবন্ধীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১২ হাজার ৮শ' ৭৩ জন বালক–বালিকা ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে। মোট ৩ হাজার ৫ শ' ১৮ জন তালিকাভুক্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো সম্ভ হয়নি। উপরন্ত ভর্তিকৃত ১৮ হাজার ৮শ' ৭৩ জন ছাত্র–ছাত্রীর ১ হাজার ১শ' ৫৭ জন আবার ভর্তির পরও বিদ্যালয়ে আসছে না। তাদের মধ্যে মেয়েদের স্যংখ্যই বেশী।

কারণ, হিসাবে জানা গেছে, দরিদ্র পিতা–মাতা বিদ্যালয়ে যাওয়ার মতো পোশাক পরিচ্ছদ শিশুদের জন্য দিতে পারছে না। খাদ্য সমস্যাটিও আরেকটি কারণ। অন্যদিকে পিতা–মাতা সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগে দু'মুঠো খাবার সন্তানের মুখে তুলে দিতে পারেন না। ফলে অভুক্ত শিশুদের স্কুলে যাওয়া হয় না বলে জানা গেছে। তারা গ্রামের মাঠে গরু চড়ায়।